গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিআরভিএস অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (CRVS) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির ১০ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
তারিখ : ৯ ডিসেম্বর ২০২৪
সময় : বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা কক্ষ (ভবন নম্বর-১, কক্ষ নম্বর-৩০৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, সিআরভিএস কার্যক্রমের উপর সরকার অতীব গুরুত্ব আরোপ করেছে। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট ডাটা সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি কার্যকর সিআরভিএস ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-কে অনুরোধ করেন।

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন, সিআরভিএস স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী বিভিন্ন নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে এ স্টিয়ারিং কমিটির মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। UNESCAP কর্তৃক গৃহীত তিনটি অভিলক্ষ্য (goal) বাস্তবায়ন ও এসডিজি-এর ১৬.৯ অভীষ্ট অর্জনে সিআরভিএস বাস্তবায়ন জরুরি। তিনি পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ-কে অনুরোধ করেন।

০২। আলোচ্যসূচি:

সভাপতির অনুমতিক্রমে কার্যপত্র অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১	**বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:** গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর ওপর কোনো সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হল।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর
২	**UNESCAP-CRVS দশক (২০১৫-২০২৪)-এর জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:** UNESCAP ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত Ministerial Conference on CRVS-এ ২০১৫-২০২৪ মেয়াদকে সিআরভিএস দশক হিসাবে ঘোষণা করে এবং সেখানে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সুশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি Regional Action Framework গৃহীত হয়। উক্ত	২.১। UNESCAP Ministerial Conference কর্তৃক গৃহীত Regional Action Framework -এর Goal 01,02,03-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু

	ফ্রেমওয়ার্কে তিনটি অভিলক্ষ্য (goals) এবং সাতটি একশন এরিয়া (action areas) রয়েছে। প্রতিটি goal-এর আওতায় একাধিক targets এবং indicators রয়েছে। যেমন, (a) Goal 1: Universal civil registration of births, deaths and other vital events. (b) Goal 2: All individuals are provided with legal documentation of civil registration of births, death and other vital events, as necessary, in order to claim identity, civil status and ensuring rights. (c) Goal 3: Accurate, complete, and timely vital statistics (including on causes of death), based on registration records, are produced, and disseminated. Birth registration: Target 1A: By 2024, at least 100% of births in the territory and jurisdiction in the given year are registered. Death registration: Target 1D: By 2024, at least 50% of all deaths that take place in the territory and jurisdiction in the given year are registered. ➢ UNESCAP-এর সিআরভিএস দশক (২০১৫-২০২৪) সংক্রান্ত রিজিওনাল এ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর Goal 01,02,03-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ সিআরভিএস দশকের (২০১৫-২০২৪) চূড়ান্ত মূল্যায়ন ২০২৫ সালের ২৪-২৬ জুন UNESCAP কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রিপর্যায়ের কনফারেন্স করা হবে। ➢ সারাদেশে ২০২৪ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১ বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্ম নিবন্ধন হার ৪৫% এবং ১ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী জনগোষ্ঠীর ৪৬% এর মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এটি কাঙ্খিত অর্জনের চেয়ে কম। বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধন খুবই কম। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবিড় কার্যক্রম গ্রহণের ওপর সভায় জোর দেওয়া হয়।	২.২। জন্ম ও মৃত্যুর ১ বছরের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রেজিস্ট্রার জেনারেল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে নিবিড় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	নিবন্ধন
৩	**অনলাইনে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন:** বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সের আবশ্যকীয় ৬টি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ডাটাবেজের সঙ্গে সমন্বিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ ১০টি উপজেলায় পাইলটিং-এর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে সভায় অবহিত করা হয়। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের	৩.১। আইন ও বিচার বিভাগের অনুমোদিত অনলাইন বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে চালু করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। ৩.২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের Enhancing Digital Connectivity	১। আইন ও বিচার বিভাগ ২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

	Enhancing Digital Connectivity প্রকল্পে দেশজুড়ে অনলাইনে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের জন্য বন্ধন সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে আইন ও বিচার বিভাগের MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনলাইনে বিবাহ ও তালাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "বন্ধন" সফটওয়্যারটিতে নতুন ফিচার যুক্ত হওয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সফটওয়্যারটি কাস্টমাইজ করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারে ইন্সটল করে হস্তান্তর করা হলেই ট্রেইনিং সার্ভারে অনলাইনে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে।	প্রকল্পের বন্ধন সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারে দ্রুত ইন্সটল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪	**সিআরভিএস ডাটাবেজসমূহের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি জোরদারকরণ সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন:** বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত বিদ্যমান ডাটাবেজসমূহের মধ্যে আন্তঃক্রিয়াশীলতা (Interoperability) জোরদারকরণের লক্ষ্যে সিআরভিএস স্টিয়ারিং কমিটি'র নবম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে 'সিআরভিএস ডাটাবেজসমূহের মধ্যে Interoperability জোরদারকরণ সংক্রান্ত উপ-কমিটি' সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয়। গত ২০/৫/২০২৪ তারিখে উপ-কমিটি এ বিষয়ে মতামত/সুপারিশ উপস্থাপন করে। সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় সম্পূর্ণ ইন্টার-অপারেবল 'সিআরভিএস প্ল্যাটফর্ম' দ্রুততম সময়ের মধ্যে তৈরি করতে হবে; তথ্যের আন্তঃপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য API (Application Programming Interface)-এর মাধ্যমে 'সিআরভিএস প্ল্যাটফর্ম'-এ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিআরভিএস ডাটাবেজসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে; খ. সিআরভিএস সংক্রান্ত ডাটা শেয়ার করার জন্য বিদ্যমান আইনসমূহ যথেষ্ট, নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নেই; গ. সিআরভিএস সংক্রান্ত ডাটা শেয়ারিং কার্যক্রমটি জোরদার ও নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত উপস্থাপিত খসড়া Standard Operating Procedure (SoP) আরও পরিবর্ধন/পরিমার্জন/পরিশীলিত ও বস্তুনিষ্ঠ এবং সিআরভিএস প্লাটফর্মে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে কর্মশালার মাধ্যমে SoP চূড়ান্তকরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারি করা যেতে পারে; ঘ. সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট যে ১৫টি ডাটাবেজের তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক CCDS (Citizen's Core Data Structure) ও BNDA (Bangladesh National Digital Architecture) অনুসরণপূর্বক আপডেট করতে হবে; ঙ. ইন্টার-অপারেবিলিটিযুক্ত প্রস্তাবিত সিআরভিএস প্ল্যাটফর্মটি'র সার্বিক তত্বাবধানের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ	৪.১। সিআরভিএস সংক্রান্ত বিদ্যমান ১৫টি ডাটাবেজের মধ্যে Interoperability জোরদারকরণের লক্ষ্যে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-এর তত্বাবধানে একটি ওয়ার্কিং কমিটি এবং সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর তত্বাবধানে সকল ডাটাবেজের Interoperability নিশ্চিত করার জন্য SOP প্রস্তুতের নিমিত্ত একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় দুটি কমিটি জানুয়ারি ২০২৫ মাসে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। ৪.২। সিআরভিএস সংক্রান্ত ১৫ টি ডাটাবেজের তথ্য Citizen's Core Data Structure (CCDS) এবং Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)-এর আলোকে হালনাগাদ করতে হবে। ৪.৩। Interoperabillity বিষয় প্রস্তাবিত CRVS প্ল্যাটফর্মের তত্বাবধান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় থাকবে।	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

	বিভাগের আওতায় রাখা যেতে পারে।		
৫	**সিভিল রেজিস্ট্রেশন থেকে Vital Statistics তৈরি:** বর্তমানে ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়নের জন্য স্যাম্পল সার্ভে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু CRVS-এর আদর্শ পদ্ধতি হল সরাসরি নাগরিকদের ডাটাবেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন থেকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যাতে সরাসরি ডাটা লিংক পেতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৮/১০/২০২৪ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে প্রেরণ করেছে। খসড়াটি চূড়ান্ত করে দ্রুত স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।	সমঝোতা স্মারকটি স্টিয়ারিং কমিটির (জানুয়ারি ২০২৫-এ অনুষ্ঠিতব্য) সভার পূর্বে স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
৬	**জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা সংশোধন:** ১৮৭৩ সালের আইন বাতিলপূর্বক সরকার ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করে, যা ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। পরে ২০১৭ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন এবং ২০১৮ সালে সংশোধিত হয়। ২০২০ সাল হতে BDRIS নামক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়। উক্ত সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশনের আলোকে বাংলাদেশের জন্ম-মৃত্যু আইন ও বিধি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনার নিমিত্ত ২০২০ সালে একটি স্টাডি পরিচালিত হয়েছে। উক্ত স্টাডির প্রতিবেদনে আইন সংশোধনের বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। গত ৯ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত স্টাডির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত, অংশীজনের মতামত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিফলনপূর্বক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা প্রয়োজন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত, অংশীজনের মতামত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিফলনপূর্বক বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা অধিকতর পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭	**BDRIS-থেকে ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধন বাতিল:** BDRIS-থেকে ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধন বাতিলের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ডুপ্লিকেট জন্মনিবন্ধন বাতিলের জন্য একটি ইউনিয়নে পাইলটিং করে এর ফলাফলের আলোকে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আগামী সভায় রেজিস্ট্রার জেনারেল উপস্থাপন করতে পারেন।	BDRIS থেকে ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধন বাতিলের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি ইউনিয়নে পাইলটিং করে পাইলটিং-এর ফলাফল অনুযায়ী ডিডুপ্লিকেট কার্যক্রম দেশজুড়ে পরিচালনার বিষয়ে আগামী সভায় রেজিস্ট্রার জেনারেল সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৮	**জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক ড্যাশবোর্ড চালুকরণ:** জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক ড্যাশবোর্ড চালুর বিষয়ে জানা যায় যে, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক ড্যাশবোর্ড ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি এই মূহুর্তে তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিসিসিতে SQTC টেস্টিংয়ের জন্য আছে।	বিসিসিতে ড্যাশবোর্ড সংক্রান্ত SQTC টেস্টিং দ্রুত সম্পন্ন করে আগামী সভার পূর্বে চালু করতে হবে।	১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের

			কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৯	**স্বাস্থ্য ও নাগরিক নিবন্ধন সংযোগ এবং বেসরকারি হাসপাতালে MCCD চালুকরণ:** দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে Medical certificate of cause of death (MCCD) চালু হয়েছে। কিন্তু প্রায় ৬০০০ বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৪৬টি হাসপাতালে MCCD চালু আছে। বাকী হাসপাতালগুলোতে পর্যায়ক্রমে MCCD চালু করার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। স্বাস্থ্য ও নাগরিক নিবন্ধন সংযোগ (Heath-CR Link) সকল সরকারি হাসপাতালে চালু হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালেও অনুরূপভাবে পর্যায়ক্রমে তা চালু করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সকল বেসরকারি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে MCCD এবং Heath-CR Link চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলো তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে এই কার্যক্রমগুলো একটি যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য বেসরকারি হাসপাতালসমূহের বার্ষিক লাইসেন্স নবায়নের শর্ত হিসেবে যুক্ত করবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১০	**জন্ম সনদে ইউনিক আইডি ব্যবহার:** জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা ২৫(৪) বিধিমালায় উল্লেখ আছে যে, সরকার সময়ে সময়ে আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই বিধিমালার সাথে সংযোজিত যে কোন ফরম পূরণ করতে পারবে। ৩০/৪/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সিআরভিএস স্টিয়ারিং কমিটির সভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালার ২৫(৪) বিধি অনুযায়ী ফরম সংশোধনের মাধ্যমে জন্ম সনদে ইউনিক আইডি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৮ এর ২৫(৪) বিধি মোতাবেক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফরম সংশোধনক্রমে জন্ম সনদে ইউনিক আইডি মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
১১	**(ক) উচ্চ শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সভায় সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ জানান যে, • ১,২৫,৩৬,১০৯ জন শিক্ষার্থীর প্রোফাইল তৈরি হয়েছে, • ৭৮,৬৪,৮৯৮ জনের ইউআইডি জেনারেশন হয়েছে, • অবশিষ্ট ৪৬,৭১,৩১১ জনের মধ্যে ২৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২,১৬,০৪৯ জনের জন্ম নিবন্ধনে বাংলায় নাম আছে, ইংরেজিতে নাম নাই, ৫১,৮৭৫ জনের শুধু ইংরেজিতে নাম আছে বাংলায় নাম নাই। • ৪ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর নামের স্থানে 'কক', 'কখ', 'abc' ইত্যাদি লেখা আছে। স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩/১২/২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে UID প্রদানের প্রস্তাবের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা শ্রেণি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সত্যয়নকৃত নাম (বাংলা/ইংরেজি) প্রেরণ করা হবে। ORG এই সত্যয়নকৃত নাম গ্রহণ (accept) করে NID ডাটাবেজে প্রেরণ করবে এবং UID সংগ্রহ করে ব্যানবেইজকে প্রদান করবে।	জন্ম নিবন্ধন সনদ বাংলা বা ইংরেজি বা উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি কোন সংশোধন নয় বিধায় এটি ভাষান্তর হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল নিবন্ধক অফিসকে নির্দেশনা দিতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ৩। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

	UID/NID নিবন্ধনের সময় বাংলা-ইংরেজি এই দুই ভাষায় নাম লিপিবদ্ধ করা নিবন্ধকের দায়িত্ব। এটি কোন সংশোধন নয়, অসম্পূর্ণ তথ্য সম্পূর্ণকরণ বা ভাষান্তর হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এতে জটিলতার নিরসন হবে এবং দীর্ঘদিনের পেন্ডিং একটি সমস্যার সমাধান হবে।		
	(খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন ও ইউনিক আইডি প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের নামে ভুল রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভুল তথ্য সংশোধন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অভিভাবক অসচ্ছল ও দরিদ্র বিধায় তারা এ ভুল সংশোধনে আগ্রহী নন। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এর ২১ (৫) বিধি অনুযায়ী সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর বা সমগ্র দেশের জনগণের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করতে পারেন।	বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের জন্য ২১(৫) অনুযায়ী সমগ্র দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জন্ম নিবন্ধন ফি মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
১২	**পরবর্তী সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান:** পরবর্তী সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভা দ্রুততম সময়ে করার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।	পরবর্তী সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির ১১তম সভা আগামী জানুয়ারি ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৩। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৩/১২/২০২৪

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব